গ্রেফতারের সময়ের অধিকার

Human Rights Commission of the Maldives
National Preventive Mechanism

কী পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যেতে পারে ?

সংবিধান ধারা-৪৬:

■

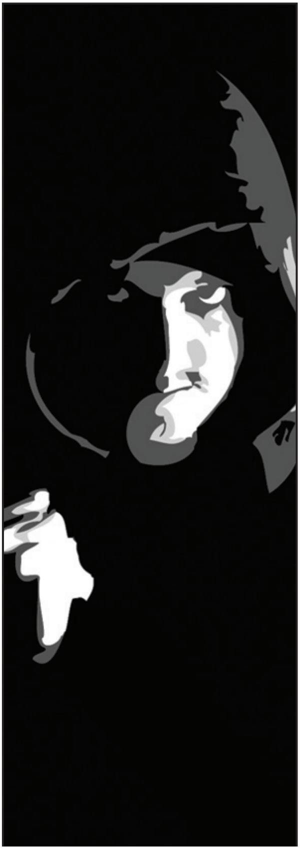

একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যেতে পারে তখনই যদি গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা লক্ষ্য করেন যে, কোন অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে অথবা একজন ব্যক্তি অপরাধ করেছেন বলে যথাযথ এবং সম্ভাব্য ভিত্তি বা প্রমান রয়েছে অথ বা একটি অপরাধ সংগঠন করতে যাচ্ছে অথবা তার নামে কোর্ট কর্তৃক গ্রেফতারের সমন জারী হয়ে থাকে ।

বেআইনি গ্রেফতার বা আটক কী ?

সংবিধান ধারা-৪৫:-

- সকলেরই স্বেচ্ছাচারীতামূলক আটক, গ্রেফতার, কারাভোগ না করার অধিকার রয়েছে যদি না সেগুলো আইন দ্বারা প্রদত্ত হয় ।

চুক্তির শর্ত পূরণ না করলে কি একজন ব্যক্তিকে আটক রাখা যায় ?

সংবিধান ধারা-৫৫:-

- চুক্তি ভঙ্গের দায়ে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না ।

কোন ব্যক্তির প্রতি কি অমানবিক আচরণ করা যায় ?

সংবিধান ধারা-৫৪:-

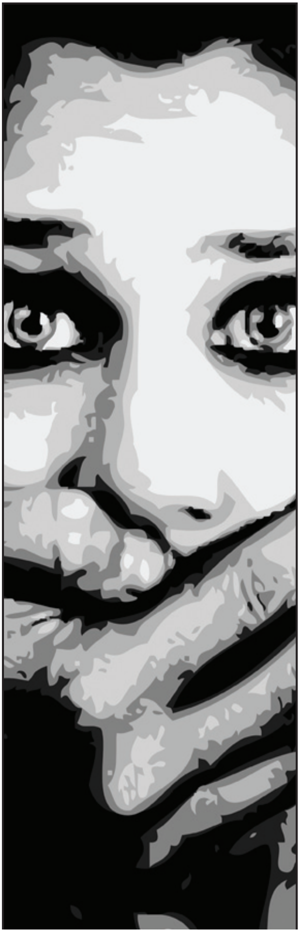

- কোন ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও মর্যাদা হনিকর আচরণ অথবা শাস্তি অথবা নির্যাতন করা যাবে না ।

গ্রেফতারকারী ব্যক্তির কি তল্লাশি এবং জব্দ করার অধিকার রয়েছে ?

সংবিধান ধারা-৪৭:-

- যথাযথ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তল্লাশি অথবা তার সম্পদ জব্দ করা যাবে না ।

- আবাসিক এলাকা একটি অলঙ্ঘনীয় স্থান এবং তার বাসিন্দার অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করা যাবে না যদি না কারোর জীবন অথবা সম্পত্তির তাৎক্ষনিক ও গুরুতর ক্ষতি হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তা প্রয়োজন হয় অথবা কোন আদালতের সুস্পষ্ট অনুমোদন থাকে ।

আমাকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তাহলে গ্রেফতার ও আটক অবস্হায় কী কী অধিকার আমি ভোগ করতে পারি ?

সংবিধান ধারা-৪৮:-

- আটকাদেশের বা গ্রেফতারের কারণ তাৎক্ষনিকভাবে জানবার অধিকার

- আটকাদেশের বা গ্রেফতারের কারণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে জানবার অধিকার। যে বিষয়ে গ্রেফতার বা আটক করা হয়েছে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে জানা, অনতিবিলম্বে আইনবিশারদ নিয়োগ ও তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া।

- নিজের পরিচয় ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা এবং এই অধিকার সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন বিচারকের সম্মুখে হাজির হওয়ার যিনি আটকাদেশের বৈধতা নিরুপন করবেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শর্তহীন বা শর্তসাপেক্ষে মুক্তির আদেশ দিবেন
  অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করবেন ।

পুলিশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সং>ান্ত বিধি :

- ধারা ১৮ :- আটকাদেশের সময় নিচের তথ্য জানাতে হবে:-
  ১) আটককৃত ব্যক্তিকে কোন পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচেছ তা সেই ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে ।

যে পুলিশ কর্মকর্তা আমাকে আটক করেছেন আমি কি তার পরিচয় জানাতে বলতে পারি ?

ধারা ১৮ :-

- আটককারী পুলিশ কর্মকর্তার নাম, তার পদবী এবং সার্ভিস নাম্বার আটককৃত ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে ।

- আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের কারণ অবহিত করতে হবে ।

পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কি কি তথ্য আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে ?

পুলিশ সাধারণ নীতিমালা- অধ্যায় ৪, ধারা ২৮:-

- ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত,
- আঙ্গুলের ছাপ,
- ছবি,
- উচ্চতা ও ওজন পরিমাপ এবং
- আটককৃত ব্যক্তির শরীরে থাকা কোন আঘাতজনিত বাহ্যিক চিহ্ন পুলিশ হেফাজতে নেয়ার পরে লিপিবদ্ধ করবে ।

আটককৃত ব্যক্তির সাথে আচরণ ও যোগাযোগ স্হাপন :

সংবিধান ধারা-৫৭:-

- যে কোন ব্যক্তি যিনি আইনের বলে গ্রেফতার বা আটক হয়ে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অথ বা আদালতের আদেশ বলে অথবা সামাজিক
কারণে রাষ্ট্রীয় সেবায় থাকছেন তারা সকলেই মানবতার সাথে এবং ব্যক্তি হিসাবে অন্তর্নিহিত মর্যাদার সাথে আচরণ পাবেন।

- এই অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে একজন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যেতে পারে যদি কেব-লমাত্র তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সে পর্যায়ে যায়।

আমি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর আমার কি কি অধিকার রয়েছে ?

সংবিধান ধারা-৫১:-

- অনতিবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির বোধগম্য এমন ভাষায় তার বিরুদ্ধে আনিত নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অধিকার,
- যথাযথ সময়ের মধ্যে বিচার লাভের অধিকার,
- স্বাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য না হওয়ার অধিকার,
- যে ভাষা আদালতে ব্যবহার করা হয় তা জানা না থাকলে একজন অনুবাদকের সেবা লাভ করার অধিকার অথবা শ্রবন ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে একই ধরনের অধিকার
- আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য যথাযথ সময় ও সুযোগের অধিকার এবং নিজের পছন্দমত আইনজীবীর সাথে

যোগাযোগ করা ও তাকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার ।

- প্রত্যক্ষভাবে বিচার লাভ করা এবং নিজের পছন্দমত আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার ।

- তার বিপক্ষ স্বাক্ষীদের পরীক্ষা করার অধিকার এবং স্বাক্ষীদের হাজিরা এবং সাক্ষ্য প্রমানের অনুলিপি লাভ করার অধিকার ।

- প্রশড়বাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পযর্ন্ত নির্দোষ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অধিকার ।

আমি যদি গ্রেফতার বা আটক হই, আমি কি একজন আই-নজীবীর সাহায্য লাভ করতে পারি ?

সংবিধান ধারা-৫৩:-

- যে সকল ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তিরই সেসব ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগ ও তাদেরকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার রয়েছে ।

- গুরুতর ফৌজদারী মামলায় রাষ্ট্র (এ্যাটর্নীর জেনারেলের অফিস) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একজন আইনজীবী নিয়োগ দেবে যদি সেই ব্যক্তি ঐ ধরনের নিয়োগদানের ক্ষমতা
না রাখে ।

পুলিশ সাধারণ নীতিমালা- অধ্যায়-৬, বিধি-৫৪:-

- একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চলমান জিজ্ঞাসাবাদ এবং অনুসন্ধানের ১৮ ঘণ্টা পূর্বে তার আইনজীবীকে ঐ জিজ্ঞাসাবাদের

  স্থান ও সময় অবহিত করতে হবে ।

- কিন্তু গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে তার আইনজীবীকে ১০ ঘণ্টা পূর্বে অবহিত করতে হবে ।

ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সময় আইনের অধীনে যদি তা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত না হয়ে থাকে তাহলে কি কোন ব্যক্তিকে তার কোন তৎপরতা অথবা নিষ্>য়তার জন্য অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যাবে ?

সংবিধান ধারা-৫৯:-

- কোন ব্যক্তির কোন আচরণ অথবা নিষ্>য়তা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে না যদি না তা সংগঠনকালীন সময় ইসলামী শরিয়াহ্ ও আইনের অধীনে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় ।

- একইভাবে অপরাধ সংগঠনকীলন সময়ে আইন বলবৎকালীন অবস্থার মাত্রার চেয়ে অধিক মাত্রায় শাস্তি প্রদান করা যাবে না ।

- যদি অপরাধ সংগঠনের এবং শাস্তি ঘোষণার অন্ত্ব´র্তীকালীন সময় শাস্ত্বির মাত্রা কমিয়ে আনা হয়, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি লঘু শাস্তি ভোগ করবে ।

For more Inbformation:

Human Rights Commission of the Maldives
Ma.Uthuru Vehi, 5th Floor, Keneree Magu, Male'
Tel: 3336539, 3329245, 3344977, 3304013
Fax: 3338658
Toll free Number: 1424
Email: info@hrcm.org.mv
Website: www.hrcm.org.mv